ভারোপীয় পরিবার —

ভারোপীয় পরিবারের ভাষাকে ধ্বনির আধারে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় — (ক) কেন্তুম্ (খ) শতম্ (সতম্)। শ্রেয় প্রো. অস্কোলী (Ascoly) 1870 খ্রীষ্টাব্দে ভারোপীয় ভাষার এই বিভাজনটি করেছেন। তাঁর মতটি হল — মূল ভারোপীয় ভাষার কন্ঠ্য-ধ্বনি কিছু ভাষায় কন্ঠ্যই থেকে গেছে এবং কিছু ভাষায় উষ্মবর্ণে (শ, স জ) পরিণত হয়েছে। এর উদাহরণের জন্য 100 সংখ্যাবাচক শব্দ নেওয়া হয়েছে —

মূল ভারোপীয় ভাষা —
Kmtom (ক্মতোম্ = শতম্)

শতম্ (সতম্) বর্গ

- সংস্কৃত = শতম্
- আবেস্তা = সতম্
- ফারসী = সদ
- হিন্দী = সৌ
- রুশী = স্তো (sto)
- লিথুআনিয়ান = স্থিম্তাস (Szimtas)

কেন্তুম্ বর্গ

- ল্যাটিন = কেন্তুম্ (centum)
- গ্রীক = হেকটোন (Hekaton)
- কেল্টিক (আয়রিশ) = কেৎ (cet)
- তোখারী = কন্ধ (Kandh)
- গথিক = হুন্ড (Hund)
- জার্মান = হুন্ডার্ট (Hundert)
- ফ্রান্স = সেন্ট (cent
- ইটালিয়ান = চেন্তো

মূল ভারোপীয় পরিবারকে দশটি শাখায় ভাগ করা হয়। এদের মধ্যে প্রথম চারটি হল শতম্ বর্গের এবং পরবর্তী ছয়টি হল কেন্তুম্ বর্গের। যেমন —

ভারোপীয় পরিবার

শতম্ বর্গ

1. ভারত-ইরানী (আর্য)
2. বাল্টো-স্লাভিক
3. আর্মেনী
4. অল্বানী (ইলীরী)

কেন্তুম্ বর্গ

5. গ্রীক
6. কেল্টিক
7. জার্মানিক (টিউটনিক)
8. ইটালিক
9. হিট্টাইট
10. তোখারী

1. ভারত-ইরান (আর্য) —

ভারত-ইরানীয় (আর্য) (Iranian) শাখার মধ্যে দুটি উপশাখা পাওয়া যায় — ইরানী ভাষা এবং ইন্দো-আর্য বা ভারতীয় আর্য ভাষা (Indo Aryan)।

(a) ইরানী ভাষা — ইরানী ভাষাকে কালক্রমের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনভাগে ভাগ করা হয় —

ইরানী

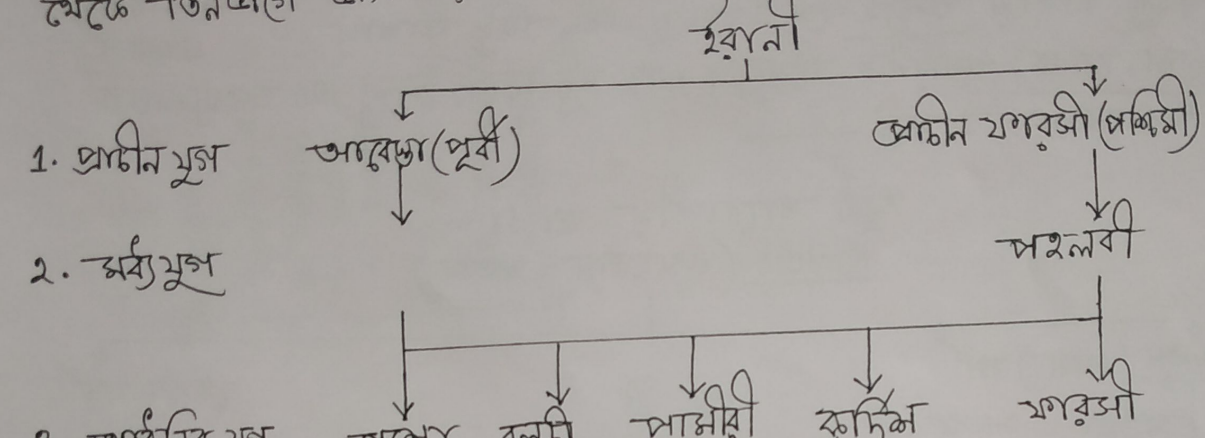

1. প্রাচীন যুগ — আবেস্তা (পূর্বী) ; প্রাচীন ফারসী (পশ্চিমী)

2. মধ্যযুগ — পহলবী

3. আধুনিক যুগ — পশ্তো, বলুচী, পামীরী, কুর্দিশ, ফারসী

1. প্রাচীন যুগ — প্রাচীন ইরানী দুটি ভাষা প্রচলিত ছিল —

(ক) পূর্বী ইরানী — এই ভাষাকে আবেস্তাও বলা হয়। আবেস্তা পারসিয়ার ধর্মগ্রন্থের ভাষা। পারসিয়ার ধর্মগ্রন্থ ও তার ভাষা উভয়কেই আবেস্তা বলা হয়। আবেস্তার যে টীকা পাওয়া যায় তার নাম 'জেন্দ' (Zend)। 'জেন্দ' কথাটির অর্থ হল 'টীকা'। আবেস্তা হল সংস্কৃত 'অবস্থার' অপভ্রংশ রূপ। আবেস্তায় সময়কাল আনুমানিক 700 খ্রীঃ পূঃ।

(খ) পশ্চিমী ইরানী — এই ভাষাকে প্রাচীন ফারসীও বলা হয়। এই ভাষাতে আকেমেনিয়ান সাম্রাজ্যের সংস্থাপক 'কুরুশের' (Kurush, 558-530 খ্রীঃ পূঃ) অভিলেখ পাওয়া যায়। এর আগে 'দারা প্রথম'-এর (Darius I, 522-486 খ্রীঃ পূঃ) 'বেহিস্তুন শিলালেখ' পাওয়া যায়। দারা প্রথমের রাজ্যকালে 'প্রাচীন ফারসী' রাজভাষা ছিল। আবেস্তার সঙ্গে অধিক মিল থাকলেও প্রাচীন ফারসীর বর্ণমালা আবেস্তা অপেক্ষা সরল এবং সংস্কৃতের অধিক নিকট। যেমন — সং- 'যদি' = প্রা. ফা. যদৈ এবং আবেস্তায় 'যেজে'।

[(বলু বসু ঃ বিজয়া গোস্বামী = প্রাচীন ফারসী = প্রাচীন পারসীক ঃ প্রাচীন পারসিক (old persian)]

২. মধ্যযুগ —— প্রাচীন ফারসী ভাষাকে হখমানী (অকেমিনিয়ন) ফারসীও বলা হয়। এরই বিকশিত রূপ মধ্যকালীন 'ফারসী' বা 'পহলবী'। এর প্রাচীনতম রূপ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে কিছু খণ্ডে পাওয়া যায়। পহলবীর প্রাচীনতম শিলালেখ অর্দশির-এর (226-241 খ্রীঃ পূঃ) রাজ্যকালের। পহলবীর সাহিত্য খ্রীঃ তৃতীয় শতক থেকে পাওয়া যায়। পহলবীর দুটি রূপ পাওয়া যায়—

ক) হুজ্বারেশ —— এখানে সেমিটিক শব্দাবলী অধিক পাওয়া যায়। এর বাক্যবিন্যাস সেমেটিকের দ্বারা প্রভাবিত এবং লিপিও সেমিটিক। এটি সসানিয়ন রাজবংশের (226 খ্রীঃ-652 খ্রীঃ) ভাষা ছিল। এই ভাষাতে আবেস্তার অনুবাদ করা হয়েছে।

খ) পারসী বা পাজন্দ —— এটি পহলবীর পরিষ্কৃত রূপ ছিল এবং বর্ণমালাও সুস্পষ্ট ছিল। এই ভাষায় আর্যের শব্দাবলীর বিশেষরূপে প্রয়োগ এবং সামী শব্দের বহিষ্কার করা হয়েছিল। পূর্বী ইরানে এর প্রভাব ছিল। তাছাড়া ভারতে যে পারসিয় ভাষা এসেছিল সেটি এই ভাষায় ছিল। অতএব পাজন্দ ভাষা গুজরাতকে বহু প্রভাবিত করেছে।

৩. আধুনিক যুগ —— প্রাচীন ফারসী থেকে আধুনিক ফারসীর বিকাশ হয়েছে, কিন্তু আধুনিক ফারসী বিয়োগাত্মক। এটি ইরানের রাষ্ট্রভাষা এবং প্রথম গ্রন্থ হল মহাকবি ফিরদৌসীর (940-1020 খ্রীঃ) 'শাহনামা'। বর্তমানে ফারসী ভাষায় 30% আরবি শব্দ পাওয়া যায়। আধুনিক ফারসীর বহু উপভাষা রয়েছে। যেমন——

ক) পশতো —— এটি মূলে আফগানিস্তানের ভাষা। একে 'আফগানী'ও বলা হয়। এই ভাষার মধ্যে ভারতীয় ধ্বনি, বাক্য-রচনা এবং বলাঘাত প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এটি ভারত এবং ইরানের মধ্যবর্তী ভাষা। পশতো অন্য রূপ হল 'পখতো'। এই ভাষা পশ্চিমোত্তর আফগানিস্তানের লোক ব্যবহার করে।

খ) বলূচী —— এটি হল বেলুচিস্তানের ভাষা। এটি আধুনিক ফারসীর কাছাকাছি। এখানে সংঘর্ষী বর্ণ প্রায়শঃ স্পর্শ হয়ে গেছে।

(গ) পামীরী — পামীরী ভাষা পামীরে পঠারের ঘাটিয়ায় বিস্তৃত। চিত্রাল এবং হিন্দুকুশ পর্বতে পামীরী ভাষার 'বারবী' এবং 'মিদগাহ' উপভাষা প্রচলিত আছে। এই উপভাষার মধ্যে ইরানী প্রভাব রয়েছে।

(ঘ) কুর্দিশ — একে 'কুর্দী'-ও বলা হয়। এটি কুর্দিস্তানের ভাষা। এখানে শব্দের রূপ ছোট হয়ে গেছে। যেমন — ফারসী = বিরাদর > বেরা, সিপেদ (অস্বেদ) > স্পী।

• ইরানী শাখার অপর একটি উপশাখা পাওয়া যায় সেটি 'দরদ' ভাষা। এটি পামীর এবং পশ্চিমোত্তর পাঞ্জাবের মধ্যে বিস্তৃত। 'দরদ' বর্গের 'লোবার' ভাষা দর্দিস্তান এবং ইরানের মধ্যে বিস্তৃত। 'দরদ'-এর উপভাষার মধ্যে চিত্রালী মুখ্য। এর মধ্যে সংস্কৃত প্রভাব যথেষ্ট।
[(বিজয়া গোস্বামী বইয়ে = 'দরদীয় (Dardic))]

(চ) ভারতীয় আর্যভাষা — প্রা. ভা. আ. —

ভারতীয় আর্যভাষা
- প্রা. ভা. আ.
  - বৈদিক সংস্কৃত
  - লৌকিক সংস্কৃত
- ম. ভা. আ.
  - প্রাচীন প্রাকৃত বা পালি
  - মধ্যকালীন প্রাকৃত
  - পরকালীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ
- আ. ভা. আ.

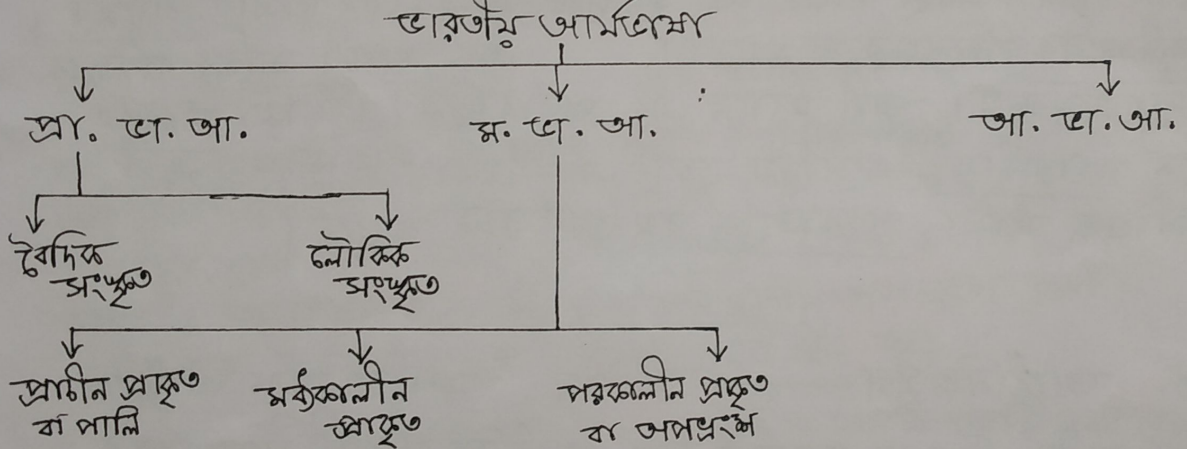

Old Indo-Aryan—
1. প্রা. ভা. আ. — প্রাচীন আর্যভাষার স্বরূপ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। প্রা. ভা. আ. ভাষার কাল 2500 খ্রীঃ পূঃ থেকে 500 খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত স্বীকার করা হয়। প্রা. ভা. আ. ভাষাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় —

(ক) বৈদিক সংস্কৃত — বৈদিক সংস্কৃতকে বৈদিক, বৈদিকী, ছন্দস, 'ছান্দস'- ও বলা হয়। এর প্রাচীনতম রূপ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বৈদিকের সমাপ্তি কাল 500 খ্রীঃ পূঃ স্বীকার করা হয়েছে। সংস্কৃতের এই বিভিন্ন রূপ থেকে বিভিন্ন প্রাকৃত এবং অপভ্রংশের বিকাশ হয়েছে। অতপর শেষে হিন্দী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ হয়েছে।

(খ) লৌকিক সংস্কৃত — লৌকিক সংস্কৃতকে প্রায়: সংস্কৃত বলা হয়। সংস্কৃতে অবশেষে প্রাচীন এবং আদি-কাব্য বাল্মীকির

রামায়ণ 500 খ্রীঃ পূঃ। সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় ভাষাকে, বিশ্ব-ভাষাকে, মুখ্যভাবে ইউরোপীয় ভাষাকে প্রভাবিত করেছে।

Middle Indo-Aryan—
২. ম. ভা. আ. — এই ভাষার সময়কাল 500 খ্রীঃ পূঃ থেকে 1000 খ্রীঃ পর্যন্ত। এই ভাষাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—

(ক) প্রাচীন প্রাকৃত বা পালি — একে 'প্রথম প্রাকৃত'-ও বলা হয়। প্রাচীন প্রাকৃতের সময়কাল হল 500 খ্রীঃ পূঃ থেকে 100 খ্রীঃ পর্যন্ত। এর সমাবেশ পাওয়া যায় - শিলালেখে, পালি বৌদ্ধগ্রন্থে (মহাবংশ), জাতক প্রভৃতিতে, প্রাচীন জৈনসূত্র ভাষা এবং প্রারম্ভিক নাটকে (অশ্বঘোষ)।

(খ) মধ্যকালীন প্রাকৃত বা দ্বিতীয় প্রাকৃত — এই ভাষার সময়কাল হল 100 খ্রীঃ থেকে 500 খ্রীঃ পর্যন্ত। একে 'সাহিত্যিক প্রাকৃত'-ও বলা হয়।

(গ) পরকালীন প্রাকৃত বা অপভ্রংশ — একে 'তৃতীয় প্রাকৃত' বলা হয়। এই ভাষার সময়কাল হল 500 খ্রীঃ থেকে 1000 খ্রীঃ পর্যন্ত। অপভ্রংশ শব্দ সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছেন আচার্য ব্যাড়ি (পতঞ্জলির পূর্ববর্তী) এবং পতঞ্জলি। অপভ্রংশের সবথেকে প্রাচীন উদাহরণ ভরত মুনি (400 খ্রীঃ পূঃ) নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। অপভ্রংশকে দেশভাষা, দেসী, অপভ্রষ্ট, অবহট্ঠ-ও বলা হয়।

New Indo-Aryan—
৩. আ. ভা. আ. — এই ভাষার সময়কাল হল 1000 খ্রীঃ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার বিকাশ মধ্যকালীন অপভ্রংশ থেকে হয়েছে। প্রাচীন ऽ প্রাকৃত থেকে ऽ অপভ্রংশের বিকাস এবং তার সঙ্গে ব্রাচড এবং 'খস'-এই দুটি যোগ করা হয়। এই সাতপ্রকার অপভ্রংশ থেকে আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিকাস হয়েছে মানা হয়—

অপভ্রংশ		বিকাসিত আধুনিক ভাষা
1. শৌরসেনী	⟶	(ক) পশ্চিমী হিন্দী, (খ) রাজস্থানী, (গ) গুজরাতী,
2. মহারাষ্ট্রী	⟶	মারাঠী।
3. মাগধী	⟶	(ক) বিহারী, (খ) বাঙালী, (গ) উড়িয়া, (ঘ) অসমী,
4. অর্ধমাগধী	⟶	পূর্বী হিন্দী।
5. পৈশাচী	⟶	লহঁদা।
6. ব্রাচড	⟶	(ক) সিন্ধী, (খ) পাঞ্জাবী।
7. খস (খশ)	⟶	পহাড়ী।

২. বাল্টো-স্লাবিক শাখা — এই শাখাকে লেট্টো-স্লাবিক-ও বলা হয়। এই উপপরিবারের দুটি শাখা — ১. বাল্টিক ২. স্লাবিক।

১. বাল্টিক —

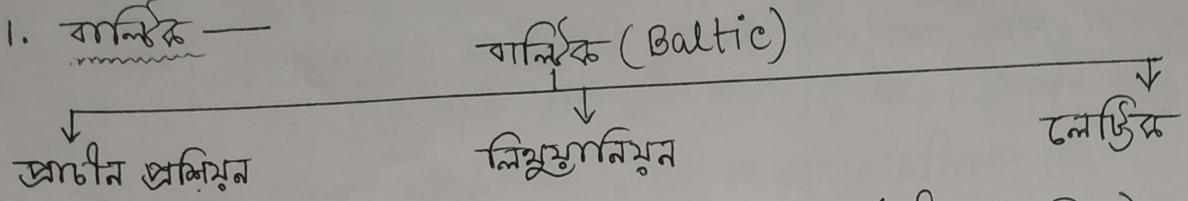

- বাল্টিক (Baltic)
  - প্রাচীন প্রুশিয়ন
  - লিথুয়ানিয়ন
  - লেট্টিক

[রমা বসু = প্রাচীন প্রুশীয়, লিথুয়ানীয় এবং লাট্‌ভীয় (লেটিক)।
বিজয়া গোস্বামী = প্রাচীন প্রুশিয়, লিথুয়ানীয় এবং লাট্‌ভিয়ান (লেটিক)]

(ক) প্রাচীন প্রুশিয়ন (old prusian) — এটি 'প্রুশার'-ভাষা ছিল। 16 খ্রীঃ শতাব্দীতে লুপ্ত হয়ে গেছে যেটি 'জার্মান-প্রুশিয়ন শব্দগ্রন্থ' থেকে জানা যায়। এখন এই ভাষা জার্মানে ব্যবহৃত হয়।

(খ) লিথুয়ানিয়ন (Lithuanian) — এটি লিথুয়ানিয়ার ভাষা। এর সাহিত্য 16 খ্রীঃ শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়।

(গ) লেট্টিক — এটি 'লেটবিয়া' রাজ্যের ভাষা। এটি এখন রুশের অঙ্গ। এর সাহিত্যও 16 খ্রীঃ শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়। এই ভাষা লিথুয়ানিয়নের থেকে অধিক বিকশিত।

২. স্লাবিক —

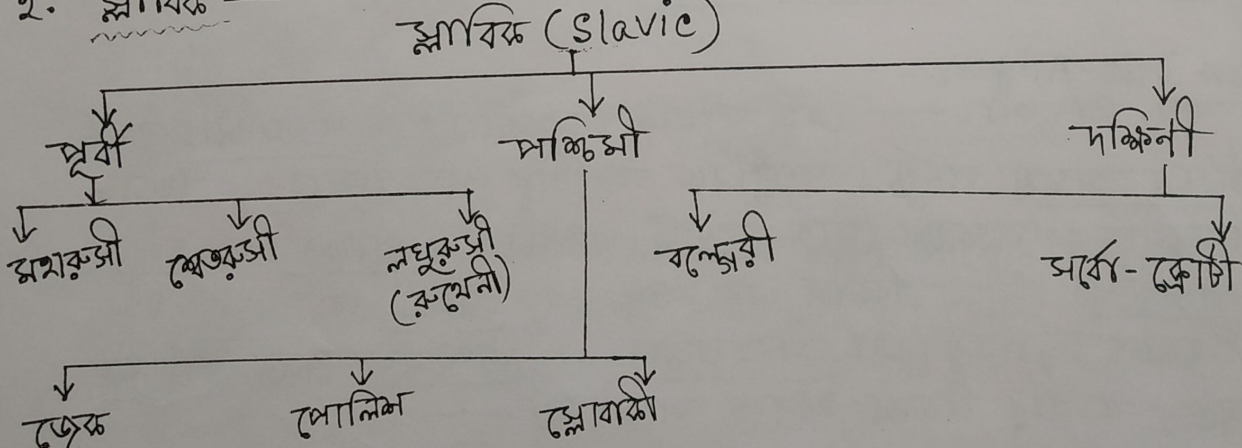

- স্লাবিক (slavic)
  - পূর্বী
    - মহারুশী
    - শ্বেতরুশী
    - লঘুরুশী (রুথেনী)
  - পশ্চিমী
    - চেক
    - পোলিশ
    - স্লোবাকী
  - দক্ষিণী
    - বল্গেরী
    - সার্বো-ক্রোটী

[মহারুশী = বি. গো. → প্রধানরুশীয়
লঘুরুশী = বি. গো. → ইউক্রেনীয়

চেক = বি. গো. → চেক
র. বসু → চেক

স্লোবাকী = বি. গো. → স্লোভাক
র. বসু → স্লোবাক্

বল্গেরী = বি. গো. → প্রাচীন বুলগেরিয়া
র. বসু → বুলগারীয়

সার্বো-ক্রোটী = বি. গো → ইলীরিয়
র. বসু → সার্বীয়

• 6. কেল্‌টিক (Keltic) —

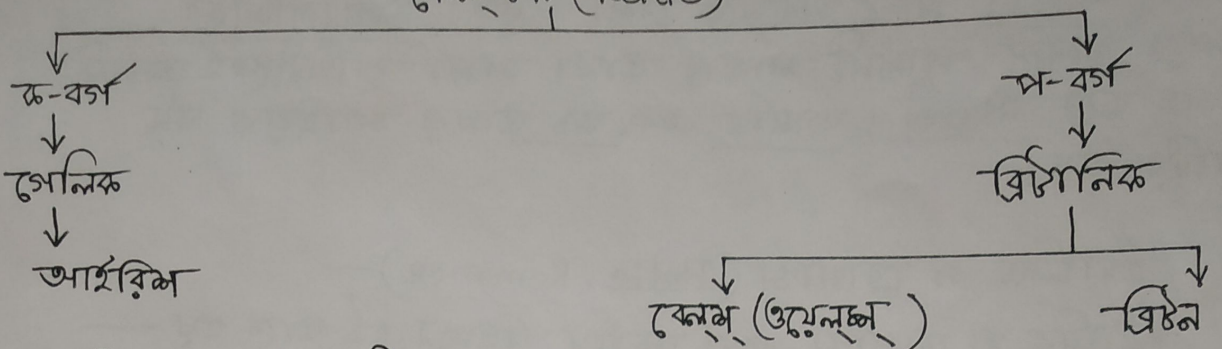

কেল্‌টিক — ক্রমবেশী 2 হাজার বৎসর পূর্বে (240 খ্রীঃ পূঃ কাছাকাছি) এই ভাষা ইউরোপের ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যবহৃত হতো। এটি পূর্বে এশিয়ার মাইনর (বর্তমানে তুর্কী) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন ইউরোপের পশ্চিমী ভাগে সীমিত হয়েছে। ফ্রান্সের পশ্চিমোত্তর ভাগ তথা গ্রেট ব্রিটেনে (স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, বেল্‌শ) ব্যবহৃত হয়। এর দুটি মুখ্য বর্গ— ① ক-বর্গ, ② প-বর্গ। কিছু ভাষায় মূল ইন্দোইউরোপীয় প-ধ্বনি 'প' হয়েছে এবং কিছু ভাষায় 'ক' হয়েছে। যেমন— পেক্ক (অং. পক্ক) > বেলশ-এ 'পম্প' (Pump) এবং আইরিশে 'কোইক' (Coic) হয়েছে। ক-বর্গের (গেলিক) মধ্যে আইরিশ মুখ্য ভাষা এবং প-বর্গের (ব্রিটানিক) মধ্যে বেল্‌শ (ওয়েল্‌শ) (Welsh) ও ব্রিটন (Breton) মুখ্য।

• 7. জার্মানিক বা টিউটানিক (Germanic, Teutonic) —

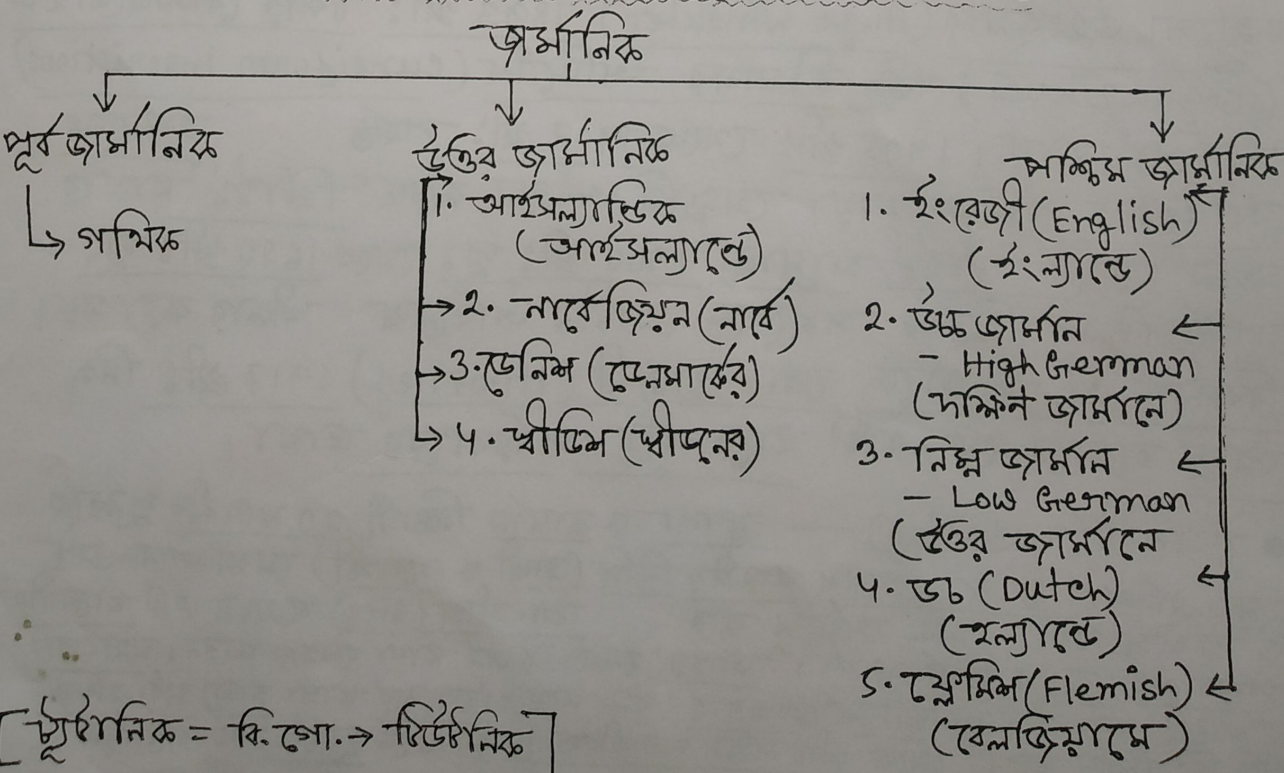

[টিউটানিক = বি. গো. → টিউটানিক]

জার্মানিক — জার্মানিক শাখার অপর নাম টিউটনিক। জার্মানিক ভাষাগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের সবথেকে বেশী বিস্তৃত ভূখণ্ডে বলা ভাষা। প্রাচীন জার্মানিক শাখার প্রাচীনতম ভাষা। এর আরেকটি শাখা ইংরেজী বিশ্বে সবথেকে বেশী বিস্তৃত। উপনিবেশিকের প্রসারের কারণে পাশ্চিমী শাখার ভাষা সারা পৃথিবীতেই প্রচলিত বিশেষ করে ইংরেজী। জার্মান এবং ডাচ ভাষার সাহিত্যও উচ্চ কোটির হয়।

● ৪. ইটালিক বা রোমান্স (Italic, Romance) —

ইটালিক বা রোমান্স বর্গের শ্রেণীয় বিভাজন এই ভাবে হয় —

(ক) ইটালিয়ন (Italian) → ইটলী, সিসিলী, কোর্সিকাদের।

(খ) ফ্রেঞ্চ বা ফরাসী (French) → ফ্রান্সের।

(গ) স্পেনিশ বা স্পেনী (Spanish) → স্পেনের।

(ঘ) রুমানিয়ন বা রুমানী (Roumanian) → রুমানিয়াদের।

(ঙ) পর্তুগালী বা পোর্তুগীজ (Portuguese) → পর্তুগালের।

রোমান্সের এই ভাষাগুলির বিকাশ 'ল্যাটিন' থেকে হয়েছে। ল্যাটিন মূলতঃ রোম এবং তার সমীপবর্তী জেলার ভাষা। রোমন-সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে তার বিস্তার, পতনের সঙ্গে তার পতনও হয়েছে। কিন্তু তার থেকে বিকসিত ভাষা (ইটালিয়ন প্রভৃতি) নিজের স্থানে স্বতন্ত্রভাবে বিকসিত।

● ৭. হিটাইট বা হিট্টাইট বা হিত্তী (Hittite) —

হ্যুগো উইংক্লার (Hugo Winckler) 1893 খ্রীঃ তুর্কীর বোগাজকোই-এ (Boghaz kuei) কিছু কীলাক্ষর অভিলেখ (cuneiform Inscriptions) পাওয়া যায়। 1905 খ্রীঃ থেকে 1907 খ্রীঃ পর্যন্ত হাজারও অভিলেখ পাওয়া যায়। সেগুলি অধ্যয়ন করেই 'হিটাইট' ভাষার জ্ঞান হয়। হিটাইট সাম্রাজ্য 1900 খ্রীঃ পূঃ থেকে 1650 খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত ছিল। বিশ্বের সবথেকে প্রাচীন অভিলেখ স্বীকার করা হয়। বিবাদীয় এই ভাষাকে প্রো. হ্রজনী (Hrozney) 1917 খ্রীঃ নিজ গ্রন্থে বলেছেন যে এটি ভারোপীয় পরিবারের ভাষা।

● তোখারী (Tokharian) — ফ্রান্স ও জার্মান বিজ্ঞানী 20 শতাব্দীর শুরুতে মধ্য এশিয়ার তুর্ফান প্রদেশে ভারতীয় লিপি (ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী) লেখা অনেক গ্রন্থ ও পত্র সংগ্রহ এবং অধ্যয়ন করে প্রো. সীগ (Sieg) বলেছেন এটি ভারোপীয় পরিবারের কেন্তুম বর্গের ভাষা। 'তোখর' লোকেরা এই ভাষা ব্যবহার করেন। মহাভারতে 'তুখারাঃ' বলা হয়েছে। গ্রীকে 'তোখরাই' বলা হয়েছে। 'তোখর' ভাষা রাজ্য মধ্য এশিয়ায় খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। একে হূণেরা নষ্ট করেছিল।